সমকাল

তারিখ 18 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

নটর ডেম কলেজ ও কিছু কথা

মো. হুমায়ুন কবীর

শুধু আসন সংখ্যার তুলনায় অনেকগুণ বেশি একই ফল অর্জনকারী ছাত্র আবেদন করার কারণেই ভর্তি পরীক্ষা প্রয়োজন তা নয়. বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্নপত্রের ভিন্নতা. পরীক্ষাকেন্দ্রের কক্ষ পরিদর্শনের ভিন্নতা এবং মাঝে মাঝেই প্রশ্ন ফাঁস হওয়ায় ভর্তি পরীক্ষা অবধারিত হয়ে যায়। এসএসসি পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির পদ্ধতি থাকলে সে বঞ্চিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার লিখিত মাধ্যমে একজন ছাত্রের মনোবৃত্তি বা ঝোঁক বোঝা সহজ হয় যদি তাতে ইন্টারভিউও থাকে। নটর ডেম কলেজে দুটিই থাকে।

ভর্তি পরীক্ষা যে অত্যাবশ্যকীয় একটি বিষয় সেটা উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। বাংলাদেশের কলেজ সমমানের ভর্তি পরীক্ষা যুক্তরাষ্ট্রে সেকেন্ডারি স্কুল অ্যাডমিশন টেস্ট নামে পরিচিত। যার মধ্যে রয়েছে এন্ট্রান্স পরীক্ষা. ইন্টারভিউ ও অডিশন। অস্ট্রেলিয়ার স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত– ক্যাথলিক ও ইন্ডিপেনডেন্ট। ইন্ডিপেনডেন্ট স্কুলের মধ্যে আবার রয়েছে প্রটেস্ট্যান্ট. জুইশ. ইসলামিক ও মন্তেসসরী স্কুল। তাদের রয়েছে নিজস্ব ভর্তি পদ্ধতি। 'সিনিয়র সেকেন্ডারি এডুকেশন এন্ট্রান্স এগজামিনেশন' যা চীনে 'ঝংকাও' নামে পরিচিত একটি এইচএসসি সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পরীক্ষা। প্রতিবেশী দেশ ভারতের প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাইস্কুল বা কলেজ থেকে ৩২ শতাংশ শিক্ষার্থী এইচএসসি প্লাস করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো ব্রিটিশ সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক কারণে পাবলিক স্কুল নামে পরিচিত। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য 'কমন এন্ট্রান্স টেস্ট' বা সিইটি নামক ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়।

ভর্তি প্রক্রিয়া মূলত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিষয়। নটর ডেম কলেজ সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়। বরং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সরকারের প্রতিটি নিয়ম-কানুন মেনে আসছে এবং ভবিষ্যতেও মেনে চলবে। অনলাইন সিস্টেমে ভর্তির বিপক্ষেও নয় নটর ডেম কলেজ। 'অনলাইন' তো প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়। নিজস্ব নিয়মে ভর্তিপ্রক্রিয়া কোনোভাবেই নটর ডেম কলেজের অযৌক্তিক দাবি নয়।

ক্যাডেট কলেজগুলো যেভাবে সেনাবাহিনীর দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে. তদ্রূপ কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে খ্রিস্টান মিশনারি দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন– নটর ডেম কলেজ. সেন্ট যোসেফ কলেজ. হলি ক্রস কলেজ ইত্যাদির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বিশেষ করে ভর্তির ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রক্রিয়া অবলম্বনের সুযোগ স্থায়ীভাবে দেওয়ার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। বিগত চার বছর কেন এ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোর্টের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে? প্রতিবারই মহামান্য হাইকোর্ট উপরোক্ত কলেজগুলোর জন্য সরকারের কলেজ ভর্তি নীতির ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। এর স্থায়ী সমাধান না হলে. বেসরকারি পর্যায়ে নতুন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে মানুষ নিরুৎসাহিত হবে।

যে সব প্রতিষ্ঠান বেসরকারিভাবে গড়ে উঠেছে সেগুলোর গঠনমূলক কাজে সহযোগিতা করা সবার উচিত। কেননা এ প্রতিষ্ঠানগুলো না থাকলে জনবহুল এ দেশে সরকারের একার পক্ষে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব নয়। ছাত্র-অভিভাবকরা এই নটর ডেম কলেজকে যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন তার পেছনে রয়েছে এখানকার উন্নত অবকাঠামো. নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক. কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের নিরলস ও আন্তরিকতাপূর্ণ কর্মময় প্রচেষ্টা এবং শিক্ষক-অভিভাবক সুসম্পর্ক।

প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা
hk_ranju@yahoo.com